কেন্দ্র ও রাজ্যে একইসঙ্গে নির্বাচনের প্রস্তাব খারিজ ডিএমকে প্রধানের

নয়াদিল্লি/চেন্নাই, ৮ জুলাই : 'এক ভারত, এক নির্বাচন'এর মোড়কে দেশকে বেঁধে ফেলতে চাওয়া হলেও ডিএমকে'র কার্যকরী সভাপতি এম কে স্ট্যালিন সেই ধারণা পুরোপুরি খারিজ করে দিয়েছেন। ল' কমিশনকে চিঠি দিয়েও সেকথা পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন তিনি। বেশ কিছুদিন ধরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ বিজেপির শীর্ষ নেতারা প্রচার করছেন, দেশে একসঙ্গে কেন্দ্র ও সব রাজ্যে নির্বাচন হবে। এ নিয়ে নানা ধরনের গুজবও শোনা যাচ্ছে। বিরোধী দলগুলির তরফে বারবার জানানো হয়েছে, এ সম্পর্কে উদ্যোগ নেওয়া হলে তারপরই তাঁরা তাঁদের মতামত জানাবেন। সেই উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্র।

ল' কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি বি এস চৌহান সম্প্রতি চিঠি দিয়েছেন ডিএমকে'র কার্যকরী সভাপতি এম কে স্ট্যালিনকে। সেই চিঠিতে তিনি কেন্দ্র ও রাজ্যে একইসঙ্গে নির্বাচনের প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্যের যুগপত নির্বাচনের আইডিয়া চিঠি পাওয়ার পরই খারিজ করে দিয়েছেন স্ট্যালিন। দলের তরফে ল'কমিশনের চেয়ারম্যানকে চিঠি দিয়ে স্ট্যালিন বলেছেন, লোকসভার সাধারণ নির্বাচন এবং একইসঙ্গে সব বিধানসভার নির্বাচনের আইডিয়া পুরোপুরি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা।

তাঁর আরও দাবি, এই ধরনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখাও সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। আগের এনডিএ সরকার অর্থাৎ অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকারের সময়েও এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তখন তাঁরা তা খারিজ করে দেন। নির্বাচনের খরচ কমাতেই কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে একসঙ্গে নির্বাচনের কথা বলা হচ্ছে। সেই দাবি করেই কমিশন রাজনৈতিক দলগুলিকে চিঠি দিয়েছে। কমিশনের চিঠির জবাবে স্ট্যালিন রীতিমতো হিসাব দিয়ে বলেছেন, ইভিএম এবং অন্যান্য মেশিন পরিচালনার জন্য ২০১৪'র লোকসভা নির্বাচনে খরচ হয়েছে ১০ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ ভোটার প্রতি মাত্র ৪৫ টাকা। এই খরচকে কেন বিপুল খরচ বলা হচ্ছে, তা জানতে চেয়েছেন চিঠিতে স্ট্যালিন। এছাড়া ল'কমিশন ওয়ার্কিং পেপার ছাপিয়ে কিছু বিশেষ বিষয় উল্লেখ করেছে। এরও বিরোধিতা করেছেন স্ট্যালিন।

তাঁর দাবি, সংসদ যদিও সংবিধানের ৩৬৮ ধারা অনুসারে সংশোধনী ক্ষমতাপ্রাপ্ত। ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যৌথ দায়িত্ব। একথা মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট বার বার সকলকে মনে করিয়ে দিয়েছে। গোলোকনাথ বনাম স্টেট অফ পাঞ্জাব এবং কেশবানন্দ ভারতী বনাম স্টেট অফ কেরলের মামলায় একথা একাধিকবার মনে করিয়েছে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট। কাজেই সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলি সংশোধনের কোনও প্রস্তাব এলে তা বিবেচনা করে দেখতেই হবে বিরোধী দলগুলিকে বলেও দাবি করেছেন ডিএমকে নেতা।

১৯৭৩ সালে সুপ্রিম কোর্ট সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব উড়িয়ে দেয়। তারা দাবি করেন, সংসদের যখন সংবিধান সংশোধনের অধিকার রয়েছে, তখন ১৯৫০ সালে গৃহীত সংবিধানের মূল পরিকাঠামোটির সংশোধন না করাই উচিত। স্ট্যালিন ল'কমিশনের ওয়ার্কিং পেপারে যেসব দেশে একইসঙ্গে নির্বাচন হয়, সেই দেশগুলি অর্থাৎ সুইডেন, বেলজিয়াম ও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রসঙ্গ তুলে বলেছেন, এমন কয়েকটি দেশের কথা ল' কমিশন বলছে, যাদের রাজ্যগুলির মিলিত জনসংখ্যা শুধু তামিলনাড়ুর থেকেই অনেক কম। অন্যদিকে ভারতের জনসংখ্যা বিপুল। এই বিপুল জনসংখ্যাকে সুইডেন, বেলজিয়াম ও দক্ষিণ আফ্রিকার জনসংখ্যার সঙ্গে তুলনা করা নিতান্তই ভুল। এই তুলনা বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ অকার্যকরও বটে।

তিনি ২০১৫ সালে সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির একটি রিপোর্টও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। পার্সোনেল, পাবলিক গ্রিভান্সেস সংক্রান্ত এই স্ট্যান্ডিং কমিটি স্পষ্টতই জানিয়েছে, দেশের প্রধান বিরোধী দলগুলিকে আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে এক ছাতার তলায় আনা অসম্ভব। এই পরিস্থিতিতে আইন এবং রাজ্যনৈতিক দু'দিক থেকেই কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে একইসঙ্গে নির্বাচন প্রায় অসম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন ডিএমকে'র কার্যকরী সভাপতি। তাঁর আরও দাবি, ল'কমিশন অফ ইন্ডিয়ার এই প্রস্তাব পুরোপুরি দুর্ভাগ্যজনক। কারণ এভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোকে ধরে রাখা সম্ভব নয়। তবে ডিএমকে 'এক ভারত, এক নির্বাচন'-এর প্রস্তাবে বিরোধী বলেই দাবি করেছেন স্ট্যালিন। এর ফলে ধাক্কা খেল কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে একইসঙ্গে নির্বাচনের জন্য নরেন্দ্র মোদী সরকারের পরিকল্পনা।

যাত্রী হৃদরোগে আক্রান্ত, বিমান ইন্দোরে

ইন্দোর, ৮ জুলাই : ইন্ডিগো এয়ারলাইনের বিমানটি দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে পুণে যাচ্ছিল। কিন্তু পুণে যাওয়া আর হল না। ইন্দোরেই নেমে পড়তে হয় বিমানটিকে। সংবাদ সংস্থা সূত্রে জানা গেছে, বিমানের মধ্যেই এক যাত্রী হৃদরোগে আক্রান্ত হন। ফলে পুণে না গিয়ে বিমানটিকে জরুরি ভিত্তিতে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে নামানো হয়। অসুস্থ ওই যাত্রীকে ইন্দোরেরই একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে। ইন্ডিগো ৬ই ৭৬৯ বিমানটি রাজধানী দিল্লি থেকে সকাল ৯.৩০ নাগাদ আকাশে উড়েছিল। কিন্তু বিমানের মধ্যেই এক যাত্রী মারাত্মক হৃদরোগে আক্রান্ত হন। মাঝ আকাশে প্রাথমিক চিকিৎসার পরই বিমানটিকে ইন্দোরের দেবী অহল্যাবাই হোলকার বিমানবন্দরে নামার পরামর্শ দেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন সংস্থার ডিরেক্টর আর্যমা সান্যাল। তাঁর আরও দাবি, ওই যাত্রীকে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার পর বিমানটি নির্দিষ্ট গন্তব্যে উড়ে যায়।

পাক গবেষকদের ভিসা দিতে অসম্মতি, সমালোচনা দিল্লির

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : রাজধানী দিল্লিতে শুরু হয়েছে এশিয়ান স্টাডিজ কনফারেন্স। বিভিন্ন দেশ থেকে গবেষক-অধ্যাপকরা যোগ দিয়েছেন এই সম্মেলনে। কিন্তু দিল্লি পাক বংশোদ্ভূত চার শিক্ষাবিদ্‌কে স্বীকৃতি না দেওয়ায় সমালোচনার মুখে পড়েছে। প্রতি বছর গ্লোবাল কনফারেন্সের এশীয় শাখায় এই সম্মেলনটি আমেরিকাতে অনুষ্ঠিত হয়। অ্যাসোসিয়েশন ফর এশিয়ান স্টাডিজ বা এএএস এই সম্মেলন পরিচালনা করে থাকে। এ বছরই এএএস-ইন-এশিয়া কনফারেন্স দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্মেলন শুরু হয়ে গেছে ৫ জুলাই। শেষ দিন ছিল ৮ জুলাই। রাজনৈতিক দিক থেকে এই সম্মেলন নিয়ে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের কোনও আপত্তি ছিল না। তাঁরা একমাত্র আপত্তি জানান, পাক বংশোদ্ভূত চার গবেষক সম্পর্কে। পাকিস্তানের ইংরেজি দৈনিক ডনেও খবরটি ফলাও করে ছাপা হয়েছে। তাদের দাবি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকটি এই ভিসা দিত। কিন্তু তা তারা দেয়নি।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ৮০ জন শিক্ষাবিদ্‌ ও গবেষক এই সম্মেলনে যোগ দেন। এছাড়া আরও কিছু গবেষক টেলি-কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমেও সম্মেলনে অংশ নেন। কিন্তু পাকিস্তানি গবেষকদের কোনওভাবেই নাকি অংশ নিতে দেওয়া হয়নি। তাঁদের ভিসা দিতে অস্বীকার করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। শেষ পর্যন্ত সম্মেলনে হাজির শিক্ষাবিদ্‌রা চারটি প্রস্তাব নিয়েছেন। একটি প্রস্তাবে দাবি করা হয়েছে, এএএস আর কোনও দেশে কোনও সম্মেলনের আয়োজন করতে পারবে না। কারণ জাতীয়তার বিচার করে শিক্ষাবিদ্‌দের সম্মেলনে যোগ দিতে দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় বলে মনে করছেন তাঁরা।

জানা গেছে, এই প্রতিবাদপত্র আয়োজকদের একজনের কাছে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও উত্তর মেলেনি। প্রসঙ্গত, অ্যাসোসিয়েশন ফর এশিয়ান স্টাডিজ গবেষকদের সম্পূর্ণ অ-লাভজনক এবং অরাজনৈতিক একটি সংগঠন। তারা প্রতি বছর আমেরিকায় এএএসের বাৎসরিক সম্মেলনটি করে থাকে। তবে ২০০৪ সাল থেকে এশিয়ায় সম্মেলনের কাজকে ছড়িয়ে দিতে তারা বিভিন্ন এশীয় দেশেও সম্মেলন করছে। আমেরিকায় যেসব গবেষকের যাওয়ার সুযোগ হয় না তাঁদের জন্য আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম গড়ে দিতেই এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হচ্ছে। কিন্তু একটি বিশেষ দেশের নাগরিকদের আর একটি দেশে যেভাবে ভিসা ইস্যু করা হল না, তা অত্যন্ত নিন্দনীয় বলেও দাবি করেছেন গবেষকরা।

মুম্বইয়ে প্রবল বর্ষণে জল জমে গিয়েছে রাস্তায়। সেই জল ভেঙেই যেতে হচ্ছে পথচারীদের।

ভগবান রামচন্দ্রও ধর্ষণ ঠেকাতে পারতেন না : বিজেপি বিধায়ক

লখনউ, ৮ জুলাই : ভগবান রামচন্দ্রকে নানা বিষয়েই টেনে আনে বিজেপি। এবার ধর্ষণকাণ্ডের সঙ্গেও জড়িয়ে গেল রামের নাম। উত্তর প্রদেশের এক বিজেপি বিধায়ক দাবি করেছেন, ধর্ষণের ঘটনা যেভাবে বাড়ছে, ভগবান রামচন্দ্র এলেও তা ঠেকাতে পারতেন না। পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে যে তিনি এই মন্তব্য করছেন, তাও জানাতে ভোলেননি ওই বিধায়ক। উন্নাও ধর্ষণকাণ্ডে অভিযুক্ত হয়েছেন আর এক বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সিং সেনগার। বর্তমানে তিনি উত্তর প্রদেশের সীতাপুরের জেলে রয়েছেন। যদিও যোগীর প্রশাসন তাকে প্রথম গ্রেফতার করেনি। পরে সিবিআই তদন্ত শুরু হওয়ায় দোষী সাব্যস্ত হলে উত্তর প্রদেশ পুলিশ সেনগারকে ধরতে বাধ্য হয়। ইতিমধ্যেই সেনগারের সপক্ষে বিজেপি সদস্যরা মন্তব্য করতে শুরু করেছেন। উত্তর প্রদেশের এই বিজেপি বিধায়ক সুরেন্দ্র নারায়ণ সিংও সেনগারের সপক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়েই ভগবান রামচন্দ্রকে টেনে এনেছেন। তারপরই সেনগারকে বাঁচাতে তার উক্তি, 'তিন সন্তানের মা'কে কেউ কখনও ধর্ষণ করতে পারে না। এটা কখনও সম্ভব নয়। পরিষ্কার বোঝাই যাচ্ছে,কুলদীপ সেনগারের বিরুদ্ধে বড়সড় একটি চক্রান্ত হয়েছে। সেই চক্রান্তের শিকার সেনগার।' সুরেন্দ্র নারায়ণ সিং উত্তর প্রদেশে ধর্ষণ নিয়ে বড় বড় মন্তব্য করলেও জানা গেছে, সিবিআই ইতিমধ্যেই উন্নাও ধর্ষণ কাণ্ডে জড়িত নাবালিকার বাবাকে হত্যার দায়ে পাঁচজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছে আদালতে।

কানসাসে ভারতীয় ছাত্রকে গুলি করে হত্যা, পরিবারকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস বিদেশমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি/হায়দরাবাদ/কানসাস, ৮ জুলাই : এক ভারতীয় ছাত্রকে আমেরিকার কানসাস শহরের একটি রেস্তোরাঁয় গুলি করা হয়। গুরুতর জখম হয় ওই ছাত্রটি। তাকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই মৃত্যু হয় সারথ কপ্পুলা'র। সারথের বাবা হায়দরাবাদের বিএসএনএলের কর্মী রাম মোহন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ এবং তেলেঙ্গানার এনআরআই মন্ত্রী কে টি রামারাওয়ের কাছে মৃতদেহটি স্বদেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সাহায্য চেয়েছেন। বিদেশমন্ত্রী রবিবার আমেরিকার কানসাস শহরে এই ভারতীয় ছাত্রের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে মৃতের পরিবারকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। তবে কেন এই মৃত্যু তা নিয়ে অন্ধকারে তার পরিবারও। সারথের যে বন্ধুরা তার বাড়িতে টেলিফোন করে মৃত্যুর ঘটনাটি জানান, তাদের ধারণা সম্ভবত বর্ণবিদ্বেষ থেকে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

কারণ এক বছর আগে হায়দরাবাদেরই প্রযুক্তি কর্মী শ্রীনিবাস কুচিভোটলাকে (৩২) কানসাস শহরের একটি বারে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। হত্যাকারী মার্কিন নেভির প্রাক্তন কর্মী অ্যাডাম ডব্লু কুরিনটন গুলি করার সময় চিৎকার করে বলছিল, দেশ ছেড়ে এখনই বেরিয়ে যাও। ২০১৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি শ্রীনিবাসকে গুলি করে হত্যা করা হয়। চলতি বছরের মে মাসে অপরাধীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। প্রায় এক বছরের মাথাতেই আরও এক ভারতীয়কে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ দিতে হল।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, সারথ কপ্পুলা তেলেঙ্গানা থেকে কানসাসে গিয়েছিল উচ্চতর পড়াশোনার জন্য। এ বছর জানুয়ারি মাসে মাস্টার ডিগ্রি করার জন্য এই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আমেরিকায় গিয়েছিলেন। সেখানে লেখাপড়ার

সঙ্গে সঙ্গে সারথ একটি কাজেও যোগ দেয়। শনিবার ছুটির দিন থাকায় বন্ধুদের সঙ্গে স্থানীয় একটি রেস্তোরাঁয় যায় সারথ। সেখানে তাকে গুলি করে আততায়ী। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরই কপ্পুলার মৃত্যু হয়।

বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ অবশ্য বর্ণবৈষম্যের কোনও কথা বলেননি। তিনি জানিয়েছেন, সম্ভবত ডাকাতির উদ্দেশে ওই রেস্তোরাঁয় হামলা চালানো হয় সারথের উপর। শোকগ্রস্ত পরিবারকে সমবেদনা জানিয়ে সুষমা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়া এই বিপদের দিনে তিনি ওই পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাসও দিয়েছেন। সুষমা জানিয়েছেন, বিদেশ মন্ত্রক সবরকম সাহায্য দেবে সারথের পরিবারকে। স্থানীয় পুলিশ এবং সারথের পরিবারের সঙ্গে বিদেশ মন্ত্রক যোগাযোগ রেখে চলছে। এছাড়া শিকাগোর কনস্যুলেট জেনারেলের অফিস থেকে অফিসাররা সেখানে গিয়েছেন।

বিদেশ মন্ত্রক সূত্রেই দাবি করা হয়েছে, কানসাস সিটি পুলিশ সন্দেহজনক অপরাধীদের ধরে দিতে পারলে তাকে ১০ হাজার মার্কিন ডলার পুরস্কার দানের কথা ঘোষণা করেছিল। এছাড়া গুলি চলার আগে রেস্তোরাঁর ভিতরে ঠিক কী হচ্ছিল, তার একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে পুলিশ।

প্রতিহিংসাবশত হত্যাকাণ্ড ঘৃণার রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের জন্ম দিচ্ছে : রাহুল

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিহিংসাবশত হত্যাকাণ্ড সরাসরি ঘৃণার রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের দিকে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি। তাঁর দাবি,এ ধরনের রাজনীতি আমাদের সামাজিক পরিকাঠামো ধ্বংস করে দেবে। সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনাবলী যেমন দেশকে দুর্বল করতে চলেছে। নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত এনডিএ সরকারকে কংগ্রেস সভাপতি নিরন্তর আক্রমণ করে চলেছেন। এদিনও তার পুনরাবৃত্তি করলেন। ট্যুইট করে কংগ্রেস সভাপতি এনডিএ সরকারকে সরাসরি দোষারোপ করে বলেছেন, এই ঘৃণার রাজনীতি এবং সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ আমাদের সামাজিক পরিকাঠামোকেই ধ্বংস করছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সন্দেহবশত বহু মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। প্রতিহিংসা থেকেই এইসব হত্যাকাণ্ড। এইসব নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড দেশকে দুর্বল করছে। মহারাষ্ট্রে প্রাথমিকভাবে এই ঘটনার সূত্রপাত হয়। তারপর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তা ছড়িয়ে পড়েছে।

গত ১ জুলাই ধুলের রানিপাড়া গ্রামে দলিত সম্প্রদায়ের পাঁচ ব্যক্তিকে জনতা পিটিয়ে মেরেছে। তারা শিশু চুরি করছিল বলে সন্দেহ করা হয়। শিশুচোর সন্দেহেই ওই পাঁচ ব্যক্তিকে আটক করে জনতা পেটাতে শুরু করে। এছাড়া মহারাষ্ট্র পুলিশ দাবি করেছে, গত দেড় মাসে রাজ্যে শুধু গুজবের ওপর ভিত্তি করে ১৪টি আক্রমণ ঘটেছে, যার পুরোভাগে ছিল বিপুল সংখ্যক মানুষ। এই 'মব' আক্রমণের জেরে কমপক্ষে ১০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এই ঘটনার পরই চারদিকে হইচই শুরু হয়েছে। অনেকেই হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে হিংসা বন্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করছেন। কারণ এইসব ঘটনা দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করছে। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলেছে, প্রতিহিংসা থেকে হত্যার ঘটনায় নিরীহ মানুষের প্রাণ যাচ্ছে। হোয়াটসঅ্যাপে ছড়ানো হচ্ছে প্ররোচনা। আর গুজবের ওপর ভিত্তি করে কিছু মানুষ নিজেদের কাঁধে হত্যার দায়িত্ব তুলে নিচ্ছে।

বিজেপির সঙ্গে গাঁটছড়া খুলছে না জেডিইউ

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : যাবতীয় জল্পনার অবসান করে জনতা দল (সংযুক্ত) ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সঙ্গে থাকারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে এনডিএ জোটেও থাকছে তারা। রাজধানী দিল্লিতে রবিবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সভাপতিত্বে দলের একিজিকিউটিভ কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, নীতীশ কুমার এনডিএ ছাড়ছেন বলে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছিল। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র তেজ প্রতাপের বিয়ের সময় লালুপ্রসাদ প্যারোলে বাড়ি ফিরলে তাঁর কাছে প্রতিনিধি পাঠিয়ে আরজেডিতে ফেরার প্রস্তাব দেন। লালু অরাজি না হলেও তাঁর পুত্র তেজস্বী যাদব নীতীশের আরজেডি'র সঙ্গে 'মহাগঠবন্ধন'-এ ফেরা নিয়ে তীব্র আপত্তি জানান। বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে তিনি 'মহাগঠবন্ধন' ভেঙে দিয়ে বিহারের মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন বলেও দাবি করেন তেজস্বী।

সংকটে তিওয়ারি, নিয়ে যাওয়া হতে পারে আইসিইউতে

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এনডি তিওয়ারির শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ওই সূত্রেই জানা গেছে, তিওয়ারিকে হাসপাতালের আইসিইউতে স্থানান্তরিত করা হতে পারে।

প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালের ২০ সেপ্টেম্বর ৯২ বছর বয়স্ক এই রাজনীতিককে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে আক্রান্ত হওয়ায় রাজধানী দিল্লির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তারপর তাঁর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও ফের অবনতি হওয়ায় আইসিইউতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তিওয়ারিকে।

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র রাওয়াত সম্প্রতি ট্যুইট করে জানিয়েছেন যে, তিওয়ারির ছেলে রোহিত শেখর তিওয়ারিকে তাঁর বাবাকে উত্তরাখণ্ডে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। কারণ পাহাড়ি রাজ্যে থাকলে তিওয়ারির অবস্থার উন্নতি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। উত্তরাখণ্ডের সব মানুষের পক্ষে তিওয়ারি যাতে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন, সেই কামনাও করেছেন। এদিকে তিওয়ারির পরিবার সূত্রে জানানো হয়েছে, এখনই তাঁকে হাসপাতাল থেকে স্থানান্তরিত করার কোনও পরিকল্পনা তাঁদের নেই। আপাতত দিল্লির বেসরকারি হাসপাতালেই তাঁর চিকিৎসা চলবে।

গোঁফ ছাড়া দাড়ি রাখেন যেসব মুসলিম, তাদের জঙ্গি মনে হয় : রিজভি

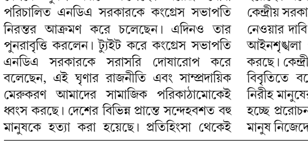

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : 'গোঁফের আমি, গোঁফের তুমি, গোঁফ দিয়ে যায় চেনা....' সুকুমার রায়ের ননসেন্স কবিতার এই লাইনগুলি আজও প্রাসঙ্গিক অনেক ক্ষেত্রেই। কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায়ের নিয়ম মেনে অনেক মুসলিমই গোঁফ ছাড়াই দাড়ি রাখেন। এজন্য প্রবল সমালোচনার মুখে পড়তে হল তাদের। উত্তর প্রদেশের শিয়া সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারপার্সন ওয়াসিম রিজভি এমন একটি মন্তব্য করেছেন, যা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। তবে রিজভি বিতর্কিত মন্তব্যের জন্যই পরিচিত। সম্প্রতি রিজভি বলেছেন, ইসলাম ধর্মে দাড়ি রাখা একটি প্রথা। কিন্তু যেসব মুসলিমরা গোঁফ ছাড়াই দাড়ি রাখেন তাদের জঙ্গিদের মতো দেখতে লাগে। সোশ্যাল মিডিয়ায় রিজভি তাঁর এই বক্তব্য শেয়ার করে বলেছেন, যেসব মুসলিম গোঁফ ছাড়াই দাড়ি রাখেন, তাঁদের ভয়ঙ্কর দেখতে লাগে। দেখলে অনেক সময় মনে হয় তাঁরা জঙ্গি অথবা সন্ত্রাসবাদী। কারণ সারা পৃথিবীতে সন্ত্রাসবাদীদের এই ধরনের ছবি দেখা যায়। রিজভির আরও দাবি, এইসব মুসলিমরা শরিয়তের নামে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলান, ফতোয়া জারি করেন এমন সব বিষয় নিয়ে যা আদৌ ইসলামে নেই।

সম্প্রতি কেরলে একটি মাদ্রাসা থেকে এক কিশোরীকে কপালে চন্দনের টিপ পরার জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। রিজভির মতে, ভারতের মহিলাদের মধ্যে বিয়ের পর টিপ এবং সিঁদুর পরা প্রথা। এই পবিত্র প্রথাকে কখনও 'হারাম' বলা যায় না। যেসব মুসলিম মৌলবাদীরা বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা বাধিয়ে দেওয়ার জন্য নানারকম ফতোয়া জারি করছেন, তাদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনার জন্য রিজভি সরকারের কাছে দাবি করেছেন। তাঁর আরও দাবি, ভারতীয় সংবিধানকে পাশে সরিয়ে রেখে দেশের সাধারণ মানুষের উপর ফতোয়া জারি করার অধিকার এইসব মৌলভীদের নেই। যেসব মোল্লারা এ ধরনের ফতোয়া জারি করছেন, তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা উচিত। উল্লেখ্য, সম্প্রতি রিজভি তাঁর প্রাণ সংশয়ের দাবি তোলায় উত্তর প্রদেশ সরকার শিয়া ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান রিজভির জন্য ইউ প্লাস নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে।

লখনউয়ের এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন সারা ভারত মহিলা কংগ্রেসের সভাপতি শোভনা শাহ।